১ম পাতার পর

বিপুল ভোটে লুতফুর

মেম্বারদেরকে তাকে ভোট দিয়ে নির্বাচিত করার জন্য ধন্যবাদ জানান। টেলিগ্রাফ সংবাদদাতা এন্ড্রু গিলিগান এর নেতৃত্বে তার বিরুদ্ধে চ্যানেল ফোরসহ ডানপন্থী মিডিয়াগুলোর একচেটিয়া প্রচারনার ফলে লুতফর রহমান তিন তিনবার শর্টলিস্ট থেকে বাদ পড়ে যান। লন্ডন লেবার রিজিয়নের লুতফর নির্বাচিত হোক এটি চায়নি, আর এ জন্য তাকে বৈষম্যমুলকভাবে বাদ দেয়া হয়, তাদের পরিকল্পনায় ছিল জন বিগ্স কিংবা হেলাল আব্বাসকে বিজয়ী করে নিয়ে আসা। অবশেষে হাইকোর্টের রায়ে লেবার পার্টি তাদের শর্টলিস্টকে পরিবর্তন করে লুতফর রহমানকে অন্তর্ভুক্ত করতে বাধ্য হয়। হাইকোর্টের রায়ে সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে বাদ নির্বাচন পিছিয়ে দেয়া হয় এ মাস। ডানপন্থি মিডিয়াগুলোর একটানা লুতফর বিরোধী প্রচারনা, স্থানীয় লেবার মেম্বারদের মধ্যে বিভেদ বিভাজনের প্রচেষ্ঠা চালানোর পর লুতফর এত ভোটে বিজয়ী হবেন - তা কেউ অনুমান করেনি। লিড কাউন্সিলার হেলাল আব্বাস এর অভিযোগের কারনে রেজাল্ট ঘোষনা করতে দেরী করেন নির্বাচন কমিশনার।

নির্বাচনে বিস্তারিত ফলাফল

রাউন্ড	আব্বাস	বিগ্স	ইসলাম	কিথ	শিরিয়া	মর্তুজা	লুতফুর
১	১১৭	১৮২	৩৩	৮৯	২৭	২৬	৩৯৪
২	১২১	১৮৯	৩৭	৯৪	২৯	আউট	৩৯৭
৩	১২৩	২০১	৪০	৯৮	আউট	আউট	৪০২
৪	১২০	২০৬	আউট	১০০	আউট	আউট	৪২৫
৫	১৫৭	২৫১	আউট	আউট	আউট	আউট	৪৩৩

'ক্রসফায়ার' বিচারবহির্ভূত

তিনি বলেন, কোনো সন্ত্রাসী র‌্যাবের উপর হামলা করলে, শুধুমাত্র সেক্ষেত্রেই র‌্যাব পালা গুলি চালায়। র‌্যাবের মতো এলিট ফোর্স তো পালিয়ে যেতে পারে না। এরকম বন্দুকযুদ্ধে কোন সন্ত্রাসীর মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু তাকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকান্ড বলা যায় না।"

রোববার দুপুরে কুর্মিটোলায় র‌্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন সদরদপ্তরে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ের সময় তিনি এসব কথা বলেন।

সাংবাদিদের প্রশ্নের জবাবে র‌্যাব ডিজি জানান, র‌্যাবের প্রত্যেক সদস্য আইন অনুযায়ী কাজ করে। তারপরও কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মানবাধিকার লংঘনের কোনো ঘটনা যেন না ঘটে, র‌্যাব সে বিষয়ে সবসময়ই সতর্ক রয়েছে।

দেশে জঙ্গিবাদ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থীরা নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বলে দাবি করেন এলিট ফোর্সের প্রধান।

তিনি আরো জানান, জঙ্গি মদতদাতাদের খুঁজে বের করতে তদন্ত চলছে। যেই দোষী প্রমাণিত হবে, তাকে গ্রেফতার করা হবে।

এছাড়া র‌্যাবের গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করা হবে। একাজে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। র‌্যাবের জন্য দুটি হেলিকপার কেনা ও দুটি নতুন ব্যাটালিয়ন গঠনের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলে র‌্যাব প্রধান জানান।

২ সেপ্টেম্বর পুলিশের রাজশাহী রেঞ্জের উপ-মহাপরিদর্শক মোখলেসুর রহমান র‌্যাবের মহাপরিচালক হিসাবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

অ্যানথ্রাক্স ঃ সারা দেশে

সাংবাদিকদের এ কথা জানান।

তিনি বলেন, সারা দেশের প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, সিভিল সার্জনসহ সংক্লিষ্টদের সর্বোচ সতর্ক থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আক্রান্ত এলাকার পশুর জন্য পাঁচ লাখ ভ্যাকসিন পাঠানো হয়েছে।

জেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও সিভিল সার্জনের নেতৃত্বে সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। কোনো স্থানে সংক্রমণের নমুনা পেলে তা সংগ্রহ করে পরীক্ষা এবং ভ্যাকসিন দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

তবে অ্যানথ্রাক্সের ব্যাপারে কিছু না জানার কারণে উপযুক্ত চিকিৎসা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছে অ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত্র বিভিন্ন এলাকার অধিবাসী। সেই সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ছে আতঙ্ক।

জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা ও স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা আক্রান্ত্র এলাকা পরিদর্শন করে এলাকাবাসীকে আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য পরামর্শ দিচ্ছেন।

এদিকে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে অ্যানথ্রাক্সে আক্রান্ত্র আরো পাঁচ জনকে সনাক্ত করেছে চিকিৎসকরা। এ নিয়ে ওই এলাকায় মোট ৪৬ জন মানুষ অ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়েছে।

এলএমসি'র লাইভ আপিল

চ্যানেল এস-এ অনুষ্ঠিত রাত ব্যাপী এই লাইভ আপিলে অভুতপূর্ব সাড়া দিয়েছেন ব্রিটেনসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা। এ বছরের বিশ্বকাপের চ্যাম্পিয়ন দল স্পেনের একজন মুসলিম ফুটবলার একাই দিয়েছেন দশ হাজার পাউন্ড। এ রাতে মুসল্লীরা দান করেছেন ১১ লক্ষ ২৪ হাজার ৪৬৬.৯৭ পাউন্ড। লন্ডন মুসলিম সেন্টারের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল বারী, সেক্রেটারী হাবিবুর রহমান এবং এলএমসির এক্সিকিউটিভ ডাইরেক্টর দেলোয়ার হোসাইন খান ইউরোবাংলার কাছে প্রেরিত এক বিবৃতিতে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং অভুতপূর্ব সাড়া দেয়ার জন্য মুসলমানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

বিভিন্ন মসজিদে

ইস্ট লন্ডন মসজিদঃ ইস্ট লন্ডন মসজিদে ঈদের পাঁচটি জাময়াত অনুষ্ঠিত হবে

প্রথম জামায়াতঃ সকাল	৮.০০
দ্বিতীয় জামায়াতঃ সকাল	৯.০০
তৃতীয় জামায়াতঃ সকাল	১০.০০
চতুর্থ জামায়াতঃ সকাল	১১.০০
চতুর্থ জামায়াতঃ সকাল	১২.০০

ব্রিক লেইন জামে মসিজদ

প্রথম জামায়াতঃ সকাল	৮.০০
দ্বিতীয় জামায়াতঃ সকাল	৯.০০
তৃতীয় জামায়াতঃ সকাল	১০.০০
চতুর্থ জামায়াতঃ সকাল	১১.০০

ফোর্ড স্কয়ার মসজিদ ঃ ফোর্ড স্কয়ার মসজিদে ঈদের পাঁচটি জামায়াত অনুষ্ঠিত হবে

প্রথম জামায়াতঃ সকাল	৭.৩০
দ্বিতীয় জামায়াতঃ সকাল	৮.৩০
তৃতীয় জামায়াতঃ সকাল	০৯.৩০
চতুর্থ জামায়াতঃ সকাল	১০.৩০
পঞ্চম জামায়াতঃ সকাল	১১.১৫

আলহুদা ইসলামিক মস্ক এন্ড সেন্টার

প্রথম জামায়াতঃ সকাল	৮.০০
দ্বিতীয় জামায়াতঃ সকাল	৯.০০
তৃতীয় জামায়াতঃ সকাল	১০.০০
চতুর্থ জামায়াতঃ সকাল	১১.০০

ইউরোবাংলার চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক-এর ঈদ শুভেচ্ছা

রহমত, মাগফেরাত ও নাজাতের মাস শেষে আনন্দের আবেশ নিয়ে বছর ঘুরে আবারো আমাদের মাঝে এসেছে মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদুল ফিতর। চলতি বছর সর্বদলীয় ওলামা কমিটি গঠিত হওয়ায় বৃটেন ও সমগ্র ঈদে একই সাথে ঈদ উদযাপিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যা নিঃসন্দেহে ইউরোপ বসবাসকারী সকল মুসলমানদের জন্য সুসংবাদ। ঈদ অর্থ আনন্দ, ঈদ অর্থ খুশী। ধর্মের আদেশ মেনে চলে মানবতাবোধকে ঊৎসাহের সাথে কার্যকর করার মাঝেই ঈদের আবেদন নিহীত। তাই ঈদের আনন্দকে সকলের সাথে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমার যেন যাকাত-ফেৎরার বিষয়গলো অবশ্যই মনে রাখি ও মেনে চলি। বিশেষ করে আমরা যারা উন্নত দেশে বসবাস করছি তাদের চেষ্টা করা উচিত দরিদ্র ও মযলুম জনপদে বেশী বেশী করে সাহায্য সহযোগিতা করা তাহলেই ঈদ সকলের মাঝে তাৎপর্যময় হয়ে উঠবে। সবাইকে ঈদের আন্তরিক শুভেচ্ছা। ঈদ মোবারক।

মিয়া মনিরুল আলম
চেয়ারম্যান

ঈদ আমাদের কাছে আসে আনন্দের বার্তা নিয়ে, আসে মিলনের বার্তা নিয়ে। ঐক্য, শক্তি, শান্তি, প্রগতি তথা ভাতৃত্ববোধ, বৈষয়িকতা ও আধ্যাত্মিকতার সম্মেলন ঘটানোর মাধমে মানবতাবোধ উজ্জীবিত হবার জন্যই ঈদ উৎসব। এক মাস সংযম সাধনের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির যে প্রচেষ্টা আমরা করি, মুসলমানদের সবচেয়ে বড় উৎসব ঈদুল ফিতর তারই পূর্নতার সুসংবাদ বয়ে নিয়ে আসে। রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, সংযম সাধনার পর ঈদের দিনে রোজাদারগণ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে যান। ঈদ উৎসব তাই ধনী-দরিদ্রকে সকল শ্রেণীর মানুষকে ঘনিষ্ঠ এক বন্ধনে আবদ্ধ করে।

ঈদের এই শুভক্ষনে ইউরোবাংলার সকল পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই ঈদ মোবারক। সকলের ঈদ হোক আনন্দময়।

ইসলাম উদ্দীন
ব্যাবস্থাপনা পরিচালক

১৯ নং পৃষ্ঠার পর

সবিনয় নিবেদন

রামায়ণ বাবু (রামেন্দু মজুমদার), সারা, লায়লা, প্রভৃতি। কারণ এ সকল বুদ্ধিজীবীরা আমি যখনই কোন কিছু বলি, সাথে সাথে তারাও আমার সঙ্গে একত্রে 'হক্কা হুয়া' বলে সমর্থন যোগান। এরা সকলই প্রগতিশীল এবং কাঠমোল্লাদের কর্মকান্ডের প্রতিবাদকারী ও প্রতিরোধকারী।

প্রশ্ন ঃ শাহরিয়ার কবির চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার হয়েছিল। এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর ঃ অবশ্যই এটা আমার জন্য বড় দুশ্চিন্তার কারণ ছিল। তবে কখনও আমার কাছে মনে হয় নি যে, শাহ-রিয়ার কবিরের কাছ থেকে সে সরকার কোন কথা বের করতে পারবে। এটা আমি হলে পারতাম। পিটিয়ে ঠিকই কথা আদায় করে নিতাম।

প্রশ্ন ঃ আচ্ছা, সংখ্যালঘু নাটকের অবতারণার বুদ্ধি আপনাকে কে দিয়েছে?

উত্তর ঃ কেন? (জঅড) 'র' দিয়েছে। আপনি বুঝি সোজা এ কথাটা বোঝেন না।

আর কি বা করা যেতে পারে বলুন। ক্ষমতায় যেতে পারি নি। তবে বিএনপি এবং অন্য শরিকদলগুলোর মধ্যে বিশেষ করে জামায়াতকে সুখে থাকতে দেব না, এটা সরকার গঠনের প্রথম দিন থেকেই এরাদা করে রেখেছিলাম। ৯১-তেও আমি এভাবেই বিএনপিকে ক্ষমতায় শান্তিতে থাকতে দেই নি।

সংখ্যালঘুদের ওপর আমাদের কর্মীরাই পরিকল্পিতভাবে আক্রমণ চালিয়েছে এবং বর্তমানেও সংখ্যালগুদের ওপর বেশিরভাগ আক্রমন আমার দলের সেয়ানা ক্যাডাররাই চালাচ্ছে। এটাকে চারদলীয় জোট সরকারের বিরুদ্ধে বড় ইস্যু করতে আমরা জোর প্রয়াস চালাচ্ছিলাম। বেশির ভাগ সংবাদমাধ্যম আমাদের সহযোগিতা দিয়েছিল। বিশেষ করে বি. বি. সি বাংলা বিভাগ আমাদের এ বিষয়ে যথেষ্ট সহযোগিতা দিয়েছিল।

আপনার কি ৯২ সালে সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণের কথা মনে নেই। বাবরি মসজিদ ভেঙ্গে ফেলার পর আমি একটা মওকা পেয়ে গিয়েছিলাম। তখন বিএনপি সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য আমার কর্মীবাহি-নীকে সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলাম। এতে কি কম কাজ হয়েছে বলে আপনি মনে করেন? যথেষ্ট বেকাদায় পড়েছিল তখন বিএনপি সরকার।

প্রশ্নঃ আপনি শেষাবধি ২০০৮ সালের ৩০ ডিসেম্বর নির্বাচনে রাষ্ট্রক্ষমতায় আসলেন। নির্বাচনের আগে আপনার বিশাল মহাজোটের সমর্থনে সভা সমাবেশের তুলনায় চারদলীয় জোটের সমর্থনে সভাসমাবেশগুলোতে জনগণের উপস্থিতি বেশি দেখা গেলেও আপনি বা আপনার মহাজোট ক্ষমতায় আসল। এটা কি যাদু আপনি দেখালেন বুবু?

উত্তরঃ ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর আমি একটা মওকা খুঁজতে ছিলাম। এ বিষয়ে বহু ধ্যান দরবার হল। আপনারা যাদের সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তি বলেন, এদের সাথে জোট সরকারের সখ্যতা গড়ে ওঠার কথা নয়। কেননা আমাদের দলের ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ইসলাম ধর্ম বিরোধী আদর্শ তাদের খুবই পছন্দ। সারা বিশ্ব জুড়ে 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' তথা জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সে অজুহাত আমার দল লুফে নিল। ২০০১ সালের নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার পর আমরা আমাদের দেশ ও দেশের মানুষের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর টেকনিক বদলে ফেললাম। শুরু থেকেই বিরোধী দলের ওপর ও সর্বোপরি সংখ্যালগুদের ওপর নির্যাতনের বানোয়াট স্টোরি দেশে ও বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রচার শুর করলাম। যুক্তরাজ্য ও আমেরিকায় 'বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লংগিত' শিরোনামে অনেক সেমিনার ও মিটিং করানোর জন্য নির্দেশ দিলাম। আমার বশংবদরা সে অনুযায়ী ব্যাপক প্রচারনা চালালো। পুরো সময়টা চারদলীয় জোট সরকারকে আমরা শান্তিতে সরকার চালাতে দিই নাই।

শেষাবধি বিদেশী প্রভুদেরকে আমরা বুঝাতে সমর্থ হলাম। আমাদের দলই মূলত খ্রিস্টীয়, ইহুদী ও ব্রাম্মন্যবাদী শক্তির মতাদর্শের সাথে মিলে। অতএব জঙ্গিবাদের সমর্থকদের ক্ষমতাচ্যুত করতে হবে।

প্রশ্নঃ মইন ফখরুদদ্দিন দিয়ে ১/১১ এর মত নাটকের অবতারণা কি তাহলে আপনাকে ক্ষমতায় আনার জন্য করা হয়েছিল।

উত্তরঃ হ্যাঁ। ২৮ অক্টোবর ঢাকায় পরিকল্পিতভাবে জামায়াতের মিটিং এ হামলা করা হয়েছিল। মৃত মানুষকে আবারও লাঠি পেটা করা হয়েছিল। মানুষ মেরে আমাদের কর্মী ও ক্যাডাররা রাজপথে নৃত্য এবং আনন্দোল্লাস করেছিল। অবশ্য আমি মনে করি না যারা আওয়ামী আদর্শের বাইরে অবস্থান করে, তারা মানুষ। তাদের হত্যাতে কোন দোষ নেই।

প্রশ্নঃ আপনি কিন্তু কি করে ক্ষমতায় আসলেন সেটি এখনও বলেন নি?

উত্তরঃ কেন নির্বাচনে আমার দলে বেশি ভোট পড়েছে সেভাবে ক্ষমতায় এসেছি। তবে একটা বলি সেটাও কিন্তু লেখা যাবে না। ২৯ ডিসেম্বর ২০০৮ নির্বাচনের আগে আমার দল, মইন ফখরুদ্দীনের লোক এবং হোসাইন মো ঃ এরশাদের জাতীয় পার্টির মধ্যে একটি সমঝোতা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সে বৈঠকে আমাদের আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোটকে ক্ষমতায় নির্বিঘ্নে আনার জন্য সব ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করা হয়েছিল। কিভাবে কারচুপি করে কাকে কাকে বিজয়ী করা হবে এবং চারদলীয় জোট এর কোন কোন প্রার্থীকে পরাজিত করতে হবে সে হিসেব পাকাপোক্ত করা হয়ে গিয়েছিল। মইনের নেতৃত্বাধীন আর্মিদের কাছ থেকে যথাযথ সহযোগিতারও আশ্বাস পাওয়া গিয়েছিল। সে হিসেব না কষলে তো মইন ও ফখরুদ্দীনদেরও রক্ষা হবে না। সেজন্য তারাও চেয়েছিল আওয়ামী নেতৃত্বাধীন মহাজোটকে (মহাঝট) এবার ক্ষমতায় আনতে হবে। শুধু ক্ষমতায় আনা নয়, দু তৃতীয়াংশ এর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ নিয়ে মহাজোট যেন সরকার গঠন করতে পারে, সে বিষয়ে যাবতীয় শলা পরামর্শ করা হয়েছিল।

কিন্তু দু তৃতীয়াংশ এর ওপর সংখ্যাগরিষ্ঠ সাংসদ নিয়ে সরকার গঠন করার বিষয়টি অধিক নিশ্চিত করতে গিয়ে বেশি পরিমান মাহজোট প্রার্থীকে বিজয়ী করানোর ব্যবস্থা করা হয়ে গেল। তবে নিশ্চিভাবেই সে সব প্রার্থীকে আমরা পরাজিত করতে পেরেছি, যাদেরকে আমরা সংসদে আসতে দিতে চাই নি।

প্রশ্নকর্তা ঃ ধন্যবাদ বু-বু আপনাকে।

উত্তরকর্তা ঃ ধন্যবাদ। আরেক দিন সুধাভবনে সময় নিয়ে আসবেন এবং সুধা পান করে যাবেন।